বার্ষিক প্রতিবেদন
১৯৮৪-৮৫

বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এণ্ড টেলিফোন বোর্ড,
ঢাকা

বার্ষিক প্রতিবেদন
১৯৮৪-৮৫

বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এণ্ড টেলিফোন বোর্ড,

টেলিযোগাযোগ ভবন
৩৬/১, ময়মনসিংহ সড়ক
ঢাকা-২।

কেবল : টেলিবোর্ড, ঢাকা
টেলেক্স ২৫: ঢাকা ৬৪২০২০ ও ৬৪২০৩০ বিটিটিবি বিজে

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড

প্রথম অধ্যায়

১৮৫৩ সনে সৃষ্ট তদানীন্তন টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্ট, যাহা টেলিগ্রাফ এ্যাক্ট ১৮৮৫ এর আওতায় পরিচালিত হইত, বিভিন্ন বিবর্তনের ধারা দিয়া ১৯৭১ ইং সনের বাংলাদেশ সরকারের অধ্যাদেশ নং ১২ (XII) এর বলে বর্তমান বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ডের রূপ লাভ করে। এই অধ্যাদেশের আওতায় একজন চেয়ারম্যান, ৪ জন পূর্বকালীন সদস্য এবং ৩ জন খন্ড কালীন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ড কর্তৃক ডাক ও তার মন্ত্রণালয় এর তত্ত্বাবধানে একটি পুরাপুরি সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইহার সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। চেয়ারম্যান এবং বোর্ডের সদস্যবৃন্দ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(ক) জনশক্তি ও প্রশাসন

(খ) কল্যাণমুখী কার্য্যক্রম

(গ) প্রশিক্ষণ

(ঘ) নিয়োগ ও নির্বাচনী পরীক্ষা

দ্বিতীয় অধ্যায়

(ক) জনশক্তি ও প্রশাসন

বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ডের কার্যক্রমকে নিম্নবর্ণিত চারটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায় :-

১) জাতীয় টেলিফোন ব্যবস্থা,

২) আন্তর্জাতিক এবং বহিঃবিশ্বের সঙ্গে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা,

৩) জাতীয় টেলিগ্রাফ সার্ভিস,

৪) আন্তর্জাতিক এবং বহিঃবিশ্ব টেলিগ্রাফ সার্ভিস ।

উল্লেখিত কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ টি এন্ড টি বোর্ড প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ পূর্বক আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে সুদূরপ্রসারী টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত ।।

এই সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সফলতার সাথে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এন্ড টেলিফোন বোর্ডে অর্থ বছরে ১৯৮৪-৮৫ পর্যন্ত নিম্ন বর্ণিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োজিত ছিলেন :-

ক্রমিক নং	পর্যায়	সংখ্যা
১।	সমস্ত কর্মকর্তা	৬৪৪ জন
২।	ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার	১২৬০ "
৩।	টেকনিশিয়ান	১১০১ "
৪।	টেলিফোন অপারেটর	৪৫১২ "
৫।	টেলিগ্রাফিষ্ট	৮৫৭ "
৬।	প্রশাসনিক কারনিক	৩৫০০ "
৭।	হিসাব রক্ষণ কারনিক	১০০ "
৮।	সাধারণ কর্মী	৪৭০০ "
৯।	অদক্ষ কর্মী	৩৫৫৪ "
	মোট.	২১,[illegible]১১ জন

(খ) কল্যাণমুখী কার্যক্রম

সীমিত সম্পদের মধ্যে বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এন্ড টেলিফোন বোর্ড এর প্রতি-ষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মপ্রেরণা দেওয়ার জন্য বিভিন্নমুখী কল্যাণকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে।

সকল নন-গেজেটেড কর্মচারীকে নিম্নলিখিত খাতে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ঃ-

(ক) কর্মচারীদের সন্তান সন্ততির শিক্ষা ব্যয়ের জন্য,

(খ) কর্মচারীদের এবং তাহাদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য,

(গ) মৃত কর্মচারীদের অথবা তাহাদের পরিবারের সদস্যের মৃত্যুতে দাফন কাফনের জন্য,

(ঘ) প্রয়োজনে মৃতদেহ সৎকারের জন্য দূরবর্তী স্থানে পরিবহনের জন্য,

(ঙ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ কর্মচারীর ক্ষয়ক্ষতি লাঘবের জন্য।

১৯৮৪-৮৫ অর্থ বছরে উল্লিখিত খাতে কল্যাণ তহবিল ও শিক্ষা তহবিল হইতে যথাক্রমে টাঃ ২,৪১,৫২০/০০ এবং টাঃ ১,৩২,৬০০/০০ খরচ করা হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য জরুরী চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য একটি এ্যাম্বুলেন্স ও ক্রয় করা হইয়াছে।

দেশের বিভিন্ন শহরে টি এন্ড টি কলোনীর সন্নিকটবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তান সন্ততির সুবিধার জন্য নগদ অনুদান প্রদান করা হয়। এতদ্ব্যতীত একটি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪ টি মাধ্যমিক স্কুল এবং ১ টি ডিগ্রী কলেজ সরাসরি টি এন্ড টি বোর্ডের আওতায় পরিচালিত হইতেছে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানে টি এন্ড টি বোর্ডের কর্মচারীদের সন্তান সন্ততির শিক্ষালাভে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়। ১৯৮৪-৮৫ সনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, খেলার মাঠ উন্নয়ন এবং প্রেসিডেন্টের রিলিফ ফান্ডে মোট ১০,১৮,০০০/০০ টাকার নগদ অনুদান দেওয়া হয়।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মনোরঞ্জন এবং সুস্বাস্থ্যের মনোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এবং আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে বার্ষিক খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। ১৯৮৪-৮৫ সনে খেলাধুলা খাতে টি এন্ড টি বোর্ড নিম্ন-বর্ণিত অংকের টাকা খরচ করে :-

(ক)	ইনডোর গেমসের জন্য	:- ৳ : ৩,০০০/০০
(খ)	আঞ্চলিক স্পোর্টস এর জন্য	:- ৳ : ১,৫৯,০০০/০০
(গ)	কেন্দ্রীয় স্পোর্টস এর জন্য	:- ৳ : ৭০,০০০/০০
(ঘ)	জাতীয় খেলাধুলায় অংশ গ্রহনের জন্য	:- ৳ : ১৮,০০০/০০
	মোট	-৳ : ২,৫০,০০০/০০

(ঘ) প্রশিক্ষণ

স্থায়ীভাবে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ টি এন্ড টি বোর্ডের ঢাকা এবং খুলনায় ২ টি টেলিকম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও, ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, রাজশাহী এবং বরিশালে ৫ টি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র আছে।

এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ১৯৮৪-৮৫ সনে নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ কোর্সগুলি চালু ছিল :-

(ক) টি, টি, সি, ঢাকা	শিক্ষার্থী সংখ্যা	মেয়াদ (মান-মাস)
১। রেগুলার কোর্স	৪১৭	১৮২৬
২। রিফ্রেশার কোর্স	২২৩	২৮৪
৩। স্পেশাল কোর্স কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আই, টি, ইউ, এবং বি এম ডিপির বিশেষজ্ঞদের দেওয়া উচ্চতর প্রশিক্ষণ।	৬০	১১০
	৭০০	২০৩৫

(খ) টি,টি,সি, খুলনা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	মেয়াদ(ঘন্টা-মানব)
১। রেগুলার কোর্স	২৪৬	১৪৯৬
২। স্পেশাল কোর্স	৩৭	১৮৪
	২৮০	১৬৮০

(গ) অন্যান্য ৫ টি উপকেন্দ্র	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	মেয়াদ(ঘন্টা-মানব)
১। রেগুলার কোর্স	৬০১	১৮০৫
২। প্রাথমিক কোর্স	৩৪	৫৪
৩। স্পেশাল কোর্স	৪৯	২০২
	৭০৪	২০৬১

আই, টি, ইউ/ইউ এন ডি পির সহায়তায় প্রদেয় শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য টি এন্ড টি বোর্ড, ঢাকা টেলিকম ট্রেনিং সেন্টারের 'কোয়ালিটি টিম' এবং প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়াছে। ১৯৮৪-৮৫ সনে টি এন্ড টির কর্মকর্তা/কর্মচারী ছাড়া ও কিছু সরকারী এবং আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা টেলিকম-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহে করা হয়।

এতদ্ব্যতীত ঢাকা টেলিকম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আই, টি, ইউর স্বল্প কালীন বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে স্বল্পকালীন সময়ে নিম্নলিখিত উন্নতমানের টেকনলজিক্যাল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

(১) কম্পিউটার এপ্লিকেশন টেকনলজি	৫-৩-৮৪	হইতে	৩	সপ্তাহের	জন্য।
(২) ৩০ চ্যানেল পিসিএম সিস্টেম	২৬-১১-৮৪	"	২	"	"
(৩) স্যাটেলাইট কম্যুনিকেশন	৭-১-৮৫	"	৫	"	"
(৪) এসপিসি ইলেক্ট্রনিক্স এক্সচেঞ্জ	৩-৩-৮৫	"	৩	"	"
(৫) এপ্রেসিয়েশন কোর্স এসপিসি ইলেক্ট্রনিক এক্সচেঞ্জ	১২-৩-৮৫	"	৩	দিন	"

ইহা ছাড়াও উক্ত সময়ে টি এন্ড টির ১৮ জন কর্মকর্তাকে সাভারস্থ পাবলিক ট্রেনিং এডমিনিস্ট্রেটিভ সেন্টারে, ২ জন অফিসারকে এন এল আই ট্রেনিং স্কুলে, ১০ জনকে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে এবং ২ জনকে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

১৯৮৪-৮৫ সনে মোট ৪০ জন কর্মকর্তাকে টেলিযোগাযোগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য হল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, ভারত, সিংগাপুর, মালয়েশিয়া এবং কোরিয়া সহ বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়।

(খ) নিয়োগ ও নির্বাচনী পরীক্ষা

বোর্ডের সমুদয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরকার কর্তৃক প্রচলিত নিয়োগ বিধির মাধ্যমে নিয়োজিত হয়।

১৯৮৪-৮৫ সনের ৮ জন এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল ও ২০ জন সাব-এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল (ওয়ার্ক চার্জড) ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে তাহাদের নিয়মিত করনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এই সময়ে ৩ জন স্টেনো টাইপিস্ট এবং ৬ জন টাইপিস্ট নিয়োগের জন্য বাছাই পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য সময়ে একাউন্টস্ সার্ভিস পরীক্ষা, (১ম এবং ২য় অংশ) অনুষ্ঠিত হয় এবং ১ম অংশে ২০০ জন প্রার্থী ও ২য় অংশে ৩৬ জন প্রার্থী অংশ গ্রহণ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

তৃতীয় অধ্যায়

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

বিশ্বব্যাপি উন্নয়নের ক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারনের নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দেশের সার্বিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অবদান রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ টি এন্ড টি বোর্ডের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও জোরদার করা হইয়াছে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ১৯৮৪-৮৫ সনে ৫ টি কোর প্রজেক্ট সহ টি এন্ড টি বোর্ড মোট ২৫ টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালায়। আলোচ্য বৎসরে প্রকল্প গুলির জন্য ২৭৪৭ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৮৩০৪ লক্ষ টাকার ব্যয়বরাদ্দের বিপরীতে ২০৬১.৭৯ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সহ মোট ৭৭৭৮.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ১৯৮৪-৮৫ সনের সমাপ্তি পর্যন্ত দেশে ১,৪৯,৩০০ লাইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অটোমেটিক এক্সচেঞ্জ এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৩ টিতে। উক্ত সময়ের মধ্যে ২২৯৪৮ লাইনের ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যানুয়েল এক্স-চেঞ্জ এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৮৯ টিতে। এই সময়ে টেলেক্স লাইনের সংখ্যা হয় ১৩৭০ এবং আন্তর্জাতিক ট্রাংক সার্কিট ৮০ টি হইতে বাড়িয়া ১২০ টিতে উন্নীত হয় এবং পৃথিবীর ২৭ টি গুরুত্বপূর্ণ নগরীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের এই সময়ে ৬ টি অটো এক্সচেঞ্জ ও স্থাপন করা হয়।

এতদ্ব্যতিত নিম্নবর্ণিত টেলিযোগাযোগ সুযোগ সৃষ্টির পদক্ষেপগুলি ও টি এন্ড টি বোর্ডের উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশবিশেষ :-

১) ঢাকা নগরীর জন্য ৬৫,০০০ ডিজিটাল সুইচিং এর ব্যবস্থা,

২) গুলশান, মীরপুর ও শেরে বাংলা নগর টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ৬,০০০ লাইনের ক্ষমতা সংযোজন,

৩) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ কেন্দ্রে অটোম্যাটিক এবং ম্যানুয়্যাল এক্সচেঞ্জ স্থাপন,

৪) দেশের শহর অঞ্চলকে ক্রমশ: দেশব্যাপী সরাসরি ডায়ালিং পদ্ধতির আওতায় আনয়ন,

৫) বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের আধুনিকরণ এবং সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেওয়া,

৬) ঢাকা-চট্টগ্রাম ১৮০০ চ্যানেল মাইক্রোওয়েভ সিস্টেমের কাজ সম্পাদন,

৭) ২০ টি ১২০ চ্যানেল ইউ, এইচ, এফ, লিংক দ্বারা দেশের বিভিন্ন শহরের সাথে ঢাকা নগরীর যোগাযোগ স্থাপন,

৮) ২৭০ টি ভি, এইচ, এফ, বেতার পি, সি, ও, যন্ত্রের সরবরাহ গ্রহণ ও সংস্থাপনের কাজে হাত দিয়া গ্রামীণ অঞ্চলের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা,

৯) বেলজিয়াম ও ফিনল্যান্ড হইতে ইউ, এইচ, এফ, বেতার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করার চেষ্টা দ্বারা প্রত্যেক উপজেলা পর্যায়ে সব টেলিযোগাযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতি সঞ্চার করা,

১০) চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকার মত প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।

চতুর্থ অধ্যায়

১। রক্ষণ ও চালন

২। প্রাইভেট ব্রাঞ্চ এক্সচেঞ্জ

৩। পাবলিক কল অফিস

৪। টেলিগ্রাফ

৫। টেলেক্স এক্সচেঞ্জ সমূহ

৬। টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপ

৭। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ

চতুর্থ অধ্যায়

১। রূপ ও চালান

পূর্ববর্তী অর্থ বছরের মত ১৯৮৪-৮৫ সনে-ও নূতন এক্সচেঞ্জ স্থাপন এবং চালু এক্সচেঞ্জগুলির সম্প্রসারণ ছাড়াও আভ্যন্তরীণ টেলিফোন যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ সাধন, অনেক এক্সচেঞ্জের মেরামত এবং অকেজো এক্সচেঞ্জের বদল করা হয়।

অবশ্য অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থাকর্তৃক ভূ-গর্ভস্থ তারের ঘনঘন ক্ষতিসাধন অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, তামা ও অন্যান্য ধাতু, নির্মিত তারের চুরি, দ্রুত এবং বর্দ্ধিত হারে চালু টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উপর সম্প্রসারণ জনিত চাপ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের স্বল্পতা এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা টি এন্ড টি বোর্ডের বাংছিত লক্ষ্যে পৌঁছার সহায়ক ছিল না। অত্যাধিক বৃষ্টিপাত এবং বন্যাজনিত কারণে সার্ভিসের মান যথেষ্ট উন্নতি রাখা সম্ভব হয় নাই।

এতদসত্ত্বেও সম্ভাবিত গ্রাহকদের সুবিধার্থে নূতন এক্সচেঞ্জ স্থাপন এবং চালু এক্সচেঞ্জ গুলির সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজে আলোচ্য বৎসরে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়। এই বৎসর দেশের বিভিন্ন স্থানে ৯ টি ম্যানুয়েল এক্সচেঞ্জ এবং ৩৬ টি অটোমেটিক এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয়। ঢাকার মগবাজার এক্সচেঞ্জের ৫,০০০ লাইন এবং চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় এক্সচেঞ্জে ২,০০০ সংযোগ করা হয়।

নিম্নবর্ণিত ছকে ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৮৪-৮৫ অর্থ বছরের এলাকা ভিত্তিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপনের একটি তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল :-

এলাকার নাম	১৯৮৩-৮৪			১৯৮৪-৮৫		
	অটো	ম্যানুয়েল	মোট	অটো	ম্যানুয়েল	মোট
ঢাকা টেলিফোন অঞ্চল	১৯	৯৭	১১৬	২১	১০১	১২২
চট্টগ্রাম টেলিফোন "	২১	১০০	১২১	২৪	১৪৩	১৬৭
খুলনা " "	২১	১১৬	১৩৭	২৩	১২৬	১৪৯
রাজশাহী " "	১৪	১০৬	১২০	১৬	১১০	১২৬
মোট	৭৫	৪১৯	৪৯৪	৮৪	৪৮০	৫৬৪

১৯৮৪-৮৫ সনে, ১৯৮৩-৮৪ সনের তুলনায় বিভিন্ন ধরনের এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে যে সংযোগ ক্ষমতা বর্ধিত করা হয় তাহার পরিমাণ ৪.২৪%। ১৯৮৩-৮৪ সনে যেখানে বর্ধিত লাইনের সংখ্যা ছিল মোট ১,৬৪,৮০০ সেই ক্ষেত্রে ১৯৮৪-৮৫ সনের সংখ্যা ছিল ১,৭১,৬০৪।

টেলিযোগাযোগ আধুনিক সভ্যতা এবং উন্নয়নের অপরিহার্য অংশ বিধায় নূতন টেলিফোন সংযোগের চাহিদা দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। যদিও টেলিফোন বোর্ড একটি সরকারী রাজস্ব উপার্জনকারী প্রতিষ্ঠান। তথাপি প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে চাহিদার সহিত সংগতি রাখিয়া টেলিফোনের সম্প্রসারণ করা হয় নাই। ফলে ১৯৮৪-৮৫ সনের শেষ নাগাদ অপূরিত 'মুলতবি চাহিদার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৯২,০০০। ১৯৮৩-৮৪ সনের তুলনায় এই ধরনের চাহিদার বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১০১.০১%।

২। প্রাইভেট ব্রাঞ্চ এক্সচেঞ্জ

আলোচ্য বৎসরে টি এন্ড টি বোর্ড ৮ টি প্রাইভেট ব্রাঞ্চ এক্সচেঞ্জের স্থাপনের মাধ্যমে ২১ টি জংশন লাইন এবং ৩৫৫ টি সংযোগ বৃদ্ধি করে। ১৯৮৪-৮৫ সনে এই সংযোগের সর্বমোট ক্ষমতা দাড়ায় ২৭,১২০ টিতে।

৩। পাবলিক কল অফিস

টি এন্ড টি বোর্ড জনসাধারণের সুবিধার্থে কিছু পিসিওর ব্যবস্থা করে। আলোচ্য বৎসরে এই ধরনের ল্যান্ড লাইন পিসিওর সংখ্যা ছিল ৯২০ টি এবং বেতার পিসিওর সংখ্যা ছিল ১১১ টি।

৪। টেলিগ্রাফ

বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এন্ড টেলিফোন বোর্ড সরকারী অফিস ও জনসাধারণের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ধরনের টেলিগ্রাফ অফিসের মাধ্যমে টেলিগ্রাফ চাহিদা মিটাইয়া থাকে। দেশের অভ্যন্তরে এবং বৈদেশিক যোগাযোগ এর জন্য ১৯৮৪-৮৫ সনে মোট

টেলিগ্রাফ এক্সচেঞ্জ/অফিসের সংখ্যা ছিল ১২১৬ টি। এই সমস্ত অফিসের মাধ্যমে আলোচ্য বৎসরে ১২,২০,৮১৮ টি অভ্যন্তরীণ টেলিগ্রাম, ৩,১৪,২৪০ টি বহির্গামী এবং ৩,৪৭,১৪০ টি অন্তর্গামী টেলিগ্রাম ছাড়াও ২০৮ টি ফটো টেলিগ্রাম গ্রহণ ও প্রেরণ করা হয়।

৫। টেলেক্স এক্সচেঞ্জ সমূহ

আধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সংগতি রাখিয়া বাংলাদেশ টি এন্ড টি বোর্ড টেলেক্স সার্ভিসের ও প্রচলন করিয়াছে। আলোচ্য বৎসর পর্যন্ত ১৪১০ লাইনের ক্ষমতা সম্পন্ন এবং ১২৩৩ লাইনের সংযোগ সহ মোট টেলেক্স সংখ্যা ছিল ৬ টি। আলোচ্য বৎসরে ১৩১ টি নূতন সংযোগ দেওয়ার পরও ২২০ টি টেলেক্স সংযোগের চাহিদা মুলতবি রাখিতে হয়।

৬। টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপ

ঢাকাস্থ টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপটি টিভর, সকেটসহ টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন লাইন সংস্থাপনের জন্য বিভিন্ন রকমের সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। উক্ত প্রতিষ্ঠান লোহার তৈরী আলমারি, কেবিনেট, টেবিল ও চেয়ার নির্মাণপূর্বক টি এন্ড টি বোর্ডের নিজস্ব চাহিদা মিটাইবারও চেষ্টা করে। ১৯৮৪-৮৫ সনে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই ধরনের প্রস্তুতকৃত সরঞ্জামাদির মোট মূল্য ছিল টাকা ৪,২৮,২২,৪৮১/-।

৭। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ

টি এন্ড টি বোর্ডের ভবন ও চালনা হাইওয়ের আওতাধীন দূরবার্তা টেলি-যোগাযোগ যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের জন্য যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু আছে ১৯৮৪-৮৫ সনে এতদসংশ্লিষ্ট সমুদয় প্ল্যান্টের মোট ক্ষমতা ছিল ১৬০০ টন।

পঞ্চম অধ্যায়

১। অর্থনৈতিক সমীক্ষা

২। রাজস্ব আদায়

৩। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

৪। অনুন্নয়ন খাত

৫। আয় আয় ব্যয়ের সদ্ব্যবহার

৬। সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

পঞ্চম অধ্যায়

১। অর্থনৈতিক সমীক্ষা

১৯৮৪-৮৫ অর্থ বছরে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণের সাথে সাথে অর্থ খাতেও সুদৃঢ় উন্নতি সাধিত হয়। এই বছরের প্রবৃদ্ধির হার ২১'৩৩% এবং তাহা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সন্তোষজনক বলিয়াই বিবেচিত হয়।

রাজস্ব প্রশাসনের সংস্কার এবং বকেয়া আদায়ের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে রাজস্ব সংগ্রহের মাত্রা বাজেটের অংককে ছাড়াইয়া যায়। আলোচ্য বছরে সংশোধিত বাজেটের টাকা ১৪২,৫০,০০,০০০/- এর স্থলে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ছিল টাকা ১৫০,১৪,৩২,০০০/-। নিম্নবর্ণিত ছকে ১৯৮৩-৮৪ সনের প্রকৃত আয়-ব্যয় এবং ১৯৮৪-৮৫ সনের বাজেট বরাদ্দ, সংশোধিত বরাদ্দ এবং প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব তুলিয়া ধরা হইল :-

(হিসাব হাজার টাকায়)

দফা	প্রকৃত ৮৩-৮৪	বাজেট হিসাব ৮৪-৮৫	সংশোধিত বাজেট ৮৪-৮৫	প্রকৃত ৮৪-৮৫
সংগৃহীত রাজস্ব	১২৪,৫১,০৩'৬	১২৫,০০,০০	১৪২,৫০,০০	১৫০,১৪,৩২'০
মোট খরচ	১০১,১৮,৯৯'৪	১০৭,৭৪,৩৪	১১৭,৮০,১২	১২৩,৪০,৬৬'১
উদ্বৃত্ত (নীট)	২৩,০২,১২'২	১৭,২৫,৬৬	২৪,৬৬,৮৮	২৭,৫০,৬৫'৯

২। রাজস্ব আদায়

১৯৮৪-৮৫ সনে টেলিযোগাযোগের মোট রাজস্বের ৭০'০০% অংশ টেলিফোন সার্ভিসের রাজস্ব হইতে সংগৃহীত হয়। নিম্নে রাজস্ব আদায়ের একটি বিবরণ দেওয়া হইল ঃ-

১-৭-৮৪ ইং পর্যন্ত বকেয়া	টাকা	১৭,৭৯,৬০,২০০/০০
১৯৮৪-৮৫ সনে বিলকৃত	"	১৩৬,১৪,০৯,০০০/৪০
১৯৮৪-৮৫ তে আদায়যোগ্য মোট বিল	"	১৫৩,৯৩,৭২,০০০/০০
১৯৮৪-৮৫ তে আদায়কৃত বিল	"	১৩০,৯৪,০২,০০০/০০
১-৭-৮৫ পর্যন্ত বকেয়া	"	২২,৯৯,৪০,২০০/০০

আলোচ্য বৎসরের চালনা রাজস্ব ১৯৮০-৮১ হইতে তুলনামূলক ভাবে নিম্নে দেখানো হইল।ঃ-

(হিসাব হাজার টাকায়)

মদ	খাত	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
রাজস্ব	টেলিগ্রাফ	৫২০৪৪'২	৫৫২০০'৮	৫১২০১'৯	৪৫১৪৪'১	৩৯৮০৭'৭
প্রবৃদ্ধির হার			৫'৯২%	(-) ৭'০৫%	(-)১০'২৭%	(-)১১'২৩%
রাজস্ব	টেলিফোন	৩৩৭৪২'৪	৪২১৯৩০'০	৮১১৮৫২'০	৯৫০২০০'৮	১১০৫২৯৮'৯
প্রবৃদ্ধির হার			২৪'০২%	২২'৬৩%	৬'৭০%	১৮'২৩%
রাজস্ব	টেলেক্স	৬৬৬০৯'০	৭০৬৪১'০	১১০৫২৭'৯	১২৩৭৭৭'৯	১৪৮৫৮০'৩
প্রবৃদ্ধির হার			১২'১১%	৫৩'০৯%	৪৯'৯৬%	৭'৭২%
রাজস্ব	অন্যান্য	৪৭১১১'৪	৪৩৮০২'২	৫৫৫৫৯'২	১৪০১৪৭'৮	১৮০৮২৪'৯
প্রবৃদ্ধির হার			(-) ৭'১৮%	৫২'২৩%	১১৪'৫%	৩'০০%
মোট রাজস্ব		৬১১১৯৭'৪	৮৩৪৬২৭'৩	১০৪১০০১'০	১২৪৫১০৩'৩	১৩০৯৪০২'০
প্রবৃদ্ধির হার			১৯'৩৮%	২৩'৬৯%	১৮'৬৯%	২১'২৩%

৩। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

১৯৮৪-৮৫ সনের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অনুমোদিত সংশোধিত বাজেট এবং খরচের পরিমাণ নিম্নরূপ :-

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

খাত	স্থানীয় মুদ্রা	প্রকল্প সাহায্য বা প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত খরচ	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	প্রকল্প সংখ্যা	মন্তব্য
ক) বরাদ্দ					
চলতি প্রকল্প (কোর)	১৬০০'০০	২২২'০০	১৮২০'০০	৪	
চলতি প্রকল্প (নন কোর)	৩৯৬৮'০০	২৫২৫'০০	৬৪৮৮'০০	*২১	* ১০০ লক্ষ টাকার বিদেশী মুদ্রাসহ।
মোট :-	৫৫৬১'০০	২৭৪৭'০০	৮৩০৮'০০	২৫	
খ) খরচ					
চলতি প্রকল্প (কোর)	২০০৬'১০	৯২'৯৯	২০৯৯'০৯	৪	
চলতি প্রকল্প (নন কোর)	৪২৪৫'৫২	১৭০৫'১৪	৫৯৫০'৬৬	*২১	* ৬৫৭'০৫ লক্ষ টাকার বিদেশী মুদ্রাসহ।
মোট খরচ :	৬২৫১'৬২	১৮২৮'৬০	৮০৭৪'৭২	২৫	
গ) ব্যবধান					
চলতি প্রকল্প (কোর)	(+)৪০০'৯০	(-) ১২৯'০৪	(-) ২৭৪'০৬		
চলতি প্রকল্প (নন কোর)	২৮৭'৫২	(-) ৭৮৯'৮৬	(-) ৫৩২'৩৪		
মোট ব্যয় কম	(+)৬৯০'৬২	(-) ৯১৮'৯০	(-) ২১৮'২৮		(নীট ব্যয় কম)

৩) চলতি মূলধন

১৯৮০-৮৪ সন পর্যন্ত এতৎবিষয়ে সুদযুক্ত চলতি মূলধনের মোট পরিমাণ ছিল ৪২৬,৮৮,৬২,০০০ টাকা (বিক্রয় তহবিল ছাড়া) । অবশ্য ইহাতে স্বাধীনতা-পূর্ব আমলের ৪৮,০৬,৭৮,০০০ টাকা এবং ১০-১২-৭১ হইতে ৩০-৬-৭২ পর্যন্ত আমলের ১,৭৬,০২,০০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত । আলোচ্য বৎসরে ৭৪,০২,৩১,০০০ টাকার সংযোজন সহ এই খরচের মোট টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০০,১১,০১,০০০/- টাকা ।

৪। অবচয়ন খাত

উক্ত খাতে ১৯৮৪-৮৫ সনে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ :-

আমদানী	৭০০'০০ লক্ষ টাকা
অদৃশ্য	৩৭১'৭৭ ''
মোট :	১০৭১'৭৭ লক্ষ টাকা

আলোচ্য বৎসরের ভিতরেই উল্লেখিত সমুদয় অর্থ খরচ লাগানো হয় ।

৫। আর আর ফান্ডের সদ্ব্যবহার

১৯৮০ সনের ১৪ ই মার্চ যোগাযোগ মন্ত্রনালয়ের পি টি এন্ড টি ডিভিশন, টি এন্ড টি বোর্ড ও অর্থ পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত মিটিং এ দীর্ঘদিনব্যাপি অমীমাংসিত প্রতিস্থাপন ও নবকরণ তহবিলের সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হয় এবং অর্থ মন্ত্রনালয় কর্তৃক টি এন্ড টি বোর্ড এর প্রস্তাবিত সূত্র মতামতের প্রতিস্থাপন ও নবায়নের প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট তহবিল হইতে প্রতিস্থাপন ও নবায়নের কাজে হাত দেওয়া হয় । ৩০-৬-৮৫ পর্যন্ত এই খাতে ব্যয়ের এর পরিমাণ ছিল ৮১'০৫ কোটি টাকা ।

৬। সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

আলোচ্য অর্থ বৎসরে রাজস্ব খাতে মোট ১১৭,৮৩,১২,০০০/- টাকার বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,২৩,৪৩,৬৬,১০০/- টাকা এবং ফলশ্রুতিতে ৫,৬০,৫৪,১০০/- টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়। অতিরিক্ত খরচের কারণ ছিল যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের মূল্যবৃদ্ধি, পানি ও বিদ্যুতের বকেয়া পরিশোধ, বিনিময় হারের ওঠানামা এবং দেশব্যাপি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের দরুণ রক্ষণ ও চালনা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় মূলধন খাতে বরাদ্দকৃত ৮৩,০৮,০০ লক্ষ টাকা (২৭,৪৭,০০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সহ) হইতে আলোচ্য বৎসরে খরচ করা হয় ৮০,৭৯,০০ লক্ষ টাকা। খরচের পরিমাণ বরাদ্দের তুলনায় কম হওয়ার কারণ ছিল এল সি খোলা সত্ত্বেও সময়মত বিদেশী মালের সরবরাহ না পাওয়া।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণে টি এন্ড টি বোর্ডের খরচকারী শাখাগুলিকে দ্রব্যের মূল্যমান এবং বাজেট নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সজাগ থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাদের রাজস্ব সংগ্রহ এবং ব্যয়ের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টিদান ও বাজেট নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব, সকল স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে এই অনুভূতি সঞ্চারের মাধ্যমেই যথেষ্ট ব্যয় সংকোচ করা সম্ভব হয়।

নগদ হিসাব ভিত্তির পাশাপাশি টি এন্ড টি বোর্ড বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শ মতে আধুনিক হিসাব পদ্ধতিরও প্রবর্তন করিয়াছে এবং উহা বানিজ্যিক লেনদেনে সহায়ক।